**আজব স্বপ্ন আজব দেশ**

**একদা রাত্রি শেষ প্রহরে আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ।স্বপনে আমি একটা আজব দেশে ভ্রমন করছিলাম । যেখানে রয়েছে সারি সারি সুরম্য ও সুসজ্জিত অসংখ্য অট্টালিকা । ঘুরতে ঘুরতে আমি একটা অতি আশ্চর্য্য রকমের অভিনব এবং সুউচ্চ বিল্ডিং-এর সন্ধান পেলাম । আমি উক্ত বিল্ডিংটা দর্শনের সংকল্প গ্রহণ করলাম । আমি বিল্ডিঙের ভিতরে প্রবেশ করলাম । এই বিশাল বিল্ডিংটা ক্ষণে ক্ষণে আকার ও আকৃতিতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হচ্ছে তা লক্ষ্য করলাম।আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকলাম । দেখি উপরে উঠার সাথে সাথে নিচের অংশ পরিবর্তন হয়ে অন্য আকার ধারণ করছে যাতে নিচে নামার আর কোন ব্যবস্থা নেই । অগত্য আমি উপরের দিকেই উঠতে থাকলাম । অবশেষে আমি বিল্ডিং-এর চুড়ায় পৌঁছলাম । লক্ষ্য করলাম এক ব্যক্তি বিল্ডিংএর বিভিন্ন অংশ ধরে লটকে লটকে নিচের দিকে নামছে । আমিও তার দেখা দেখি অনুরূপ ভাবে নিচের দিকে নামতে চেষ্টা করলাম ।কিছু দূর নামতেই আমার নিচে নামার পথ বন্ধ হয়ে গেল । অগত্য আমি এদিক সেদিক তাকাতে থাকলাম যে, কোন উপায় খুজে পাওয়া যায় কি না । লক্ষ্য করলাম নৌকা সাদৃশ্য পাখাযুক্তু একটা অতি আশ্চার্য্য ধরণের যান আমাকে নেয়ার জন্যে আমার পাশে শূন্যে অবস্থান করছে । আমি আল্লাহ ভরসা করে উক্ত যানে উঠে পড়লাম । বাহনটা খুবই আরাম দায়ক এবং** অতিশয় **দ্রুতগামী । চোখের পলকে নরওয়ে দেশ থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্ব গগণে চন্দ্রের বিপরীতে দক্ষিণ গোলার্ধে ভিন্ন একটা গ্রহের বা উপগ্রহের মত আজব এক দুনিয়ায় আমাকে নিয়ে আসলো এবং যা আমি তাদের মুখ থেকেই শুনতে পেলাম ।**

 **এটি বিশাল এটা রাজ্য । চারিদিকে ছোট ছোট** পাহাড়-পর্বতে ঘেরা । কোথাও উচু, কোথাও নিচু । মাটির রঙ হালকা হলুদ এবং **ছোট ছোট নদী-নালার পানি দেখতে হালকা সোনালী বর্ণের । খুবই ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা । এখানকার লোকজন দেখতে অবিকল মানুষের মত । তাদের দেহের গড়ন জমানো ফমের ন্যায় । গায়ের রঙ হালকা হলুদ বা হালকা সোনালীর বর্ণের । এদের দেহের উচ্চতা সাত থেকে নয় ফুট । এদের পরনে কোন কাপড় নেই , অর্থাৎ শরীরের গঠন এমন যে, এদের কাপড় পড়তে হয় না । শরীরটা এমন কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, দেহের ভিতরের অস্থি-মজ্জা, নাড়ী-ভূড়ী, শিরা-উপশিরা, রক্ত-মাংস সবই নজরে পড়ে ।প্রস্রাব-পাখানার করার জন্য এদের বিশেষ কোন অঙ্গ নেই অর্থাৎ প্রস্রাব-পায়খানা করা লাগেনা । পুরুষদের আছে বারো থেকে পনর ইঞ্চি লম্বা পুরুষাঙ্গ এবং নারীদের আছে নাভীর কিয়ৎ নিচে একটি যোনীছিদ্র । স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের ফলে এদের সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করে । এরা মহান স্রষ্টার এক অপরূপ সৃষ্টি জীব । এরা খুবই মিষ্টভাশী,নত নয়না এবং শান্তশিষ্ট প্রাণী ।মানুষের মতই এদের আহার-নিদ্রা আছে । এদের মাতৃভাষা প্রায় বাংলা ভাষার মতই, তবে প্রায় সকলেই অনর্গল ভাবে ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে পারে । প্রথমে তারা**  আমার **সাথে** **ইংরেজি ভাষায় কথা বলে এবং পরে তাদের ভাষায় কথা বলতে থাকে । আমি তাদের ভাষাগুলি সহজেই বুঝতে পারি । ফলে খুব অল্প সময়েই আমার সাথে তাদের গভীর ভাব জমে উঠে । তারা আমার চতুর্দিকে ঘিরে বসে থাকে এবং কথা-বার্তায় মধুময় পরিবেসের সৃষ্টি করে ।এখানে আমাদের পৃথিবীর মতই ছোট-বড় অনেক ধরনের জীব লক্ষ্য করলাম । আমাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে একথা ভেবে তারা গভীর বেদনা অনুভব করতে থাকলো এবং তাদের দুনিয়ায় একজন মানুষের বংশধর রেখে যাওয়ার জন্য খুবই অনুরোধ জানাল ও আমাকে তাদের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো । আমি খুবই পুলকিত ও অতিশয় আনন্দে** **অভিভূত হলাম । অবশেষে আমার ভূবনে ফেরার সময় ঘনিয়ে আসলো । তাদের নভোযানটা আমাকে পৌঁছেদেয়ার জন্য নিয়ে আসলো । আমি তাতে উঠে পড়লাম । এমনি সময় ফজরের আজানের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো , আমি জেগে উঠলাম ।**

 **হায় !এ কী স্বপ্ন দেখলাম ।এ যেন স্বপ্ন নয়,এ যেন বাস্তব । এমন স্বপ্ন কখনও কী কোন মানুষ দেখে ? আমি আর কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না । দীর্ঘ সময় ভাবতে থাকলাম । হয়তোবা কথাও আল্লাহর এমন কোন সৃষ্টি জগত রয়েছে , সেখানে এমন সব জীব বসবাস করছে । হয়তো একদিন মানুষ এমন কোন জগতের সন্ধান** **পাবে এবং চন্দ্র জয়ের মত এমন একটা আজব জগৎ মানুষ আবিস্কার করে ছাড়বে ।**